

প্রতিদিন কতো খবর আসে কাগজের পাতা ভরে....(৭) সোনিয়ার জয় খালেদার ভয় নিজামীর অভয় আর লতিফুরের প্রলয়

সদেরা সুজন

অনেক জল্পনা-কল্পনা শেষে ভারতের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হলো। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সভানেত্রী দূর বিদেশিনী সোনিয়া গান্ধী অদ্ভুত খেলা দেখিয়েছেন। সোনিয়া গান্ধী আর তাঁর দু'সম্প্রদায়িক রাহুল গান্ধী ও প্রিয়ংকা গান্ধীর দূরদর্শীতা এবং বুদ্ধিমত্তার কাছে হেরে গেলো ভারতের শক্তিশালী মৌলবাদী খ্যাত বিজেপি। দীর্ঘদিন পর হলেও অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত কংগ্রেস জনতার ভোটে নির্বাচিত হয়ে ফের দিল্লীর মসনদে বসেছে। এ জয় শুধু সোনিয়া গান্ধী আর কংগ্রেসেরই নয়। এ জয় ধর্মনিরপেক্ষতার জয়। এ জয় অসাম্প্রদায়িকতার জয়। এ জয় সারা বিশ্বে বসবাসরত ধর্ম নিরপেক্ষতা আর অসাম্প্রদায়িকতা বিশ্বাসী মানুষের জয়। এ নির্বাচনে মননশীল বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আশা-প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ বলে পরিচিত ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েও ইতালীর কন্যা ভারতের বধু সোনিয়া মানুষের মনকে শুধু জয়ই করলেন না, দেখালেন কি করে নিস্বার্থভাবে ক্ষমতা আর লোভ লালসাকে পদদলিত করতে হয়। সোনিয়া এশিয়ার সৎ রাজনীতির উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে আবির্ভূত হলেন। ভারতবাসী তথা তাবৎ বিশ্বের মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন, সোনিয়া গান্ধী। ব্রেভো সোনিয়া গান্ধী। ব্রেভো কংগ্রেস।

কংগ্রেসের বিজয় ভারতের মানুষের নীরব বিপ্লব। সে বিপ্লব আমাদের আশান্বিত করেছে এগিয়ে যাবার, মৌলবাদীদের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা দিয়েছে। ভারতের কংগ্রেস আর বাংলাদেশের আওয়ামীলীগকে কেন যে আমার কাছে একই ধারার রাজনৈতিক দল হিসেবে মনে হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য ভূমিকা পালনকারী দল জাতীয় কংগ্রেস যেমন ভারতের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবার গান্ধী নেহেরু পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ঠিক তেমনি ভাবে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ওস্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে বন্ধন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে সবরকমের সহযোগিতা দিয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের নেত্রী বর্তমান কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়ার শাশুড়ি প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী। ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়ই আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। দু'নেতাই সৎ, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হিসেবে সারা বিশ্বের কাছে সুপরিচিত ছিলেন।

ভারতের নির্বাচন থেকে প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান শ্রীলংকাসহ বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ ধর্মাত্মক মৌলবাদ কোন সুশিক্ষা দিতে পারেনা একমাত্র ধ্বংস ছাড়া, ধর্মাত্মক মৌলবাদ প্রগতি সত্য ও সুন্দরকে বিশ্বাস করে না।

ভারতের লোকসভায় ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী দল কংগ্রেসের জয়লাভে এবং মৌলবাদী বলে পরিচিত বিজেপির ভরাডুবিতে বাংলাদেশ সরকারের টনক নড়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকটাই এখন ভয়ে ভীত, কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখন মৌলবাদীর ঘাটে আকর্ষিত ডুবে আছেন, সেখান থেকে উত্তরণের কোন পথ নেই। মৌলবাদী নেতারা একান্তরের নরকীট হস্তারক নিজামী-সাইদী গংরা যা বলে

তিনি তাই শোনেন, বলতে গেলে শোনতে বাধ্য। বাংলাদেশে নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে হলে শুধু ধানের শীষে গোলা ভরবে না তাতে ৭১-এর নরঘাতকদের দাড়িপাল্লাও লাগবে যাতে ভোটের ওজনটা মেপে উল্টা পাল্টা করা যায়। পত্রিকায় দেখেছি, ভারতের নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কংগ্রেসের বিজয়ে বাংলাদেশের সরকার প্রধানসহ মৌলবাদী দলে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। জামাত নেতা নিজামী ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য উলোট পালোট বলতে শুরু করেছেন। নিজামীরা প্রধানমন্ত্রীসহ দেশের মানুষকে অভয় দিয়ে বলছেন ‘ভারতের নির্বাচনে তারা ভীত নয়, বাংলাদেশে কোন মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানানো হয়নি সুতরাং বাংলাদেশে তাদের অবস্থান কেউ নড়াতে পারবে না’, নিজামী আরো বলেছেন ‘যেহেতু ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম সুতরাং তার দল জামাতে ইসলাম একটি অসাম্প্রদায়িক দল’। যে দল ধর্মের নামে মানুষের হাত পায়ে রং কাটে, যে দল ধর্মের নামে মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করেনা, যে দল ধর্মের নামে অহরহ মিথ্যাচার করে, সে দলের নেতা ধর্ম ব্যবসায়ী নরঘাতক নিজামীর অভয়বাণী কতটুকু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আর জনগণকে আস্থা দিতে পেরেছেন জানিনা তবে ভারতের নির্বাচনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু ভীষণ ভয়ে ভীত।

বাংলাদেশের সাবেক বিচারপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান লতিফুর রহমান সম্প্রতি (৩০ মে) নিউইয়র্কে ‘ইউনাইটেড স্টেটস কমিশন অন ইন্টারন্যাশনাল রিলিজিয়ন্স ফ্রিডম আয়োজিত বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন প্রসঙ্গে উন্মুক্ত শুনানিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যে স্বাক্ষর দিয়েছেন তা নিলজ্জ মিথ্যাচার করেছেন। যা বলা যায় মিথ্যার প্রলয় ঘটিয়েছেন। জনাব লতিফুর রহমান কী জানেননা পৃথিবী আর আগের মতো নেই। এখন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার যুগ। এখন আফ্রিকার গহীন জঙ্গলে কিংবা বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে কিছু ঘটলে মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। আর বাংলাদেশে ২০০১ সালের পূর্ব ও পরে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাতো চন্দ্র-সূর্যের মতো সত্য। বাংলাদেশের নির্বাচনের পর যা বীভৎস ঘটনা ঘটেছে তা কোন বিবেকসম্পন্ন সৎ মানুষ অস্বীকার করতে পারেন না। সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকায়, বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থায় এসব ঘটনার স্থান পেয়েছে। জনাব লতিফুর রহমান সত্য কথা বললে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল হতো, গণতন্ত্র আর সত্যের জয় হতো। তিনিও সম্মানিত হতেন। তিনি জঘন্য মিথ্যাচার করে নিজের জীবনের ক্যারিয়ার ও অস্তিত্ব বিলীন করেছেন একজন মিথ্যাবাদী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হিসেবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লতিফুর রহমানই প্রথম ব্যক্তি যিনি ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্বেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালে সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছেন। যে নির্যাতন হত্যা আর ধর্ষণের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলনা, কারণ তাঁর অতিরিক্ত সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মনোভাব। তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদেরকে মানষিকভাবে নির্যাতন করেছেন। পাকিস্তান আমল থেকে যেকোন নির্বাচনে সব ধর্মের লোকদের নির্বাচনে কাজ করতে দেখা গেছে যেমন নির্বাচনের পোলিং অফিসার পোলিং এজেন্টসহ বিভিন্ন রকমের দায়িত্বে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ বেদনাদায়ক যে ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লতিফুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সম্পূর্ণ বাংলাদেশের সংবিধান বহিষ্ঠভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের নির্বাচনের দায়িত্ব পোলিং অফিসার পোলিং এজেন্টসহ সব রকমের নির্বাচনী কার্যক্রম থেকে সরিয়ে বাংলাদেশের জঙ্গী ধর্মোদ্ধার বিভিন্ন বেসরকারী ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ করেন ফলে নির্বাচনের পূর্বেই সংখ্যালঘুদের মনে প্রচণ্ড আঘাত করেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সবই বাংলাদেশের নাগরিক। সংবিধানে সবারই অধিকার সমান হলেও সংখ্যালঘুদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন মনোভাবে সম্প্রদায়ী আরো সৎসাহায়ে ঝাঁপিয়ে পরে, নির্বাচনের পূর্ব থেকেই সংখ্যালঘুদেরকে নির্বাচনে না যাওয়ার হুমকি, হত্যা, ধর্ষণ, সম্প্রদায় দখল, অগ্নি সংযোগসহ পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যমূলক ঘটনা ঘটিয়েছে, আর নির্বাচনের পর যা ঘটেছে তাতে সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছেঁড়া পাতা খুললেই দেখা যাবে। দেখা যাবে

দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ পত্র ও বিবিসি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার সংবাদ রিপোর্টে। লতিফুর রহমানের এমন মিথ্যাচারে আমাদের অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, উনার বিচারপতি জীবনে তার একচক্ষু সিদ্ধান্তে কতো অসহায় মানুষের জীবন বিপন্ন হয়তো হয়েছে, ভুল বিচারে কতো মানুষ হয়তো আজও কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মৃত্যুর মুখোমুখি, কে রাখে সে খবর। বাংলাদেশের ২০০১ সালের নির্বাচনের পূর্ব ও পরে শুধু সংখ্যালঘুদের ওপরই নির্মম নির্যাতন যে হয়েছে তা নয়, নির্যাতন করা হয়েছে প্রগতিশীল মুক্তমনা মুসলিম লেখক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক-চাকুরীজীবী- এনজিওসহ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের, যা এখনও বিরমহীনভাবে চলছে, সুতরাং কেউ অন্ধ-বধির না হলে এমন নির্মম বর্বরতম জঘন্য মিথ্যাচার আর বেঙ্গমানী করতে পারে না।

২০০১ সালের নির্বাচনভোর যদি সংখ্যালঘু নির্যাতন না হয়ে থাকে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অসংখ্য নারীর সম্মম হনন কী মিথ্যা? পূর্ণিমা- শেপালী-জ্যোৎস্নারাতো নির্যাতনের সম্মলমাত্র। নির্বাচনের পূর্ব ও পরে কতো হাজার হাজার সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর নেমে এসেছিলো মধ্যযুগীয় বর্বরতা। ৭১-এর নরঘাতক পাকি আর্মি আর রাজাকারের বর্বরতাকেও কোন কোন অংশে হার মানিয়েছিলো। বাবার সামনে ষোড়শি কন্যাকে গণ ধর্ষণ করেছে হায়নারা, ৫ বছরের শিশু কন্যা থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা, বিধবা, অন্ধ-বধি কেউই রক্ষা পায়নি হায়নাদের কবল থেকে, তাদের আত্ম ক্রন্দন সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছেলেও বিচারপতি লতিফুর রহমানের মতো পাষণ্ড কানে পৌঁছেনি। ভোলার আনন্দপ্রসাদ গ্রাম থেকে বাগেরহাট, বাঁশখালী থেকে কুমিল্লা, বরিশাল থেকে চট্টলা, টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ার নিভৃত পল্লী সংখ্যালঘুদের ওপর চলেছিলো কী বিভীষিকাময় মধ্যযুগীয় বর্বরতা, ভুলন্টিত হয়েছিলো মানবতা আর সভ্যতা, সেটা কী ভুলে গিয়েছিলেন মাননীয় বিচারক? নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের আত্ম ক্রন্দন দেশের মানচিত্র ডিঙ্গিয়ে বহিঃবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলো যা আজও পুরনো পত্রিকার পাতা খুললেই পাওয়া যায়।

পরিশেষে বলবো, উত্তর আমেরিকায় আমরা যারা বসবাস করছি, এদেশের জনগোষ্ঠীর কাছে আমরাও সংখ্যালঘু তবে এদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা মানবিক মূল্যবোধ আছে বলেই আমাদের ওপর কোনধরনের নির্যাতন কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ সৃষ্টি হলে রাতারাতি প্রতিবাদ হয় এবং সরকার থেকে ক্ষমা চায় যার প্রমান অহরহ রয়েছে। বাংলাদেশের একজর শিক্ষিত জ্ঞানি ব্যক্তি হিসেবে এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি হয়ে তিনি এমন মিথ্যাচার করে এই সম্মানজনক পদবী কলঙ্কিত করেছেন। বিতর্কিত করেছেন তাবৎ বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে। তার এমন মিথ্যাচারের নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই। জনাব লতিফুর রহমান নিজে অস্থায়ী সরকার প্রধান থাকাবস্থায় নিজের ব্যর্থতা স্বেচ্ছাচারিতা, বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্মীয় অনুভূতি ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বিনিস্ট করার গ্লানি ঢাকার জন্যেই কী এমন নিলজ্জ মিথ্যাচার করেছেন? তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়ে সব নিয়মনীতি ভঙ্গ করে স্বৈরাচারী আর মৌলবাদী ভূমিকা পালন করেছিলেন লতিফুর রহমান। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কোন রাজনৈতিক নেতা কিংবা সরকার মিথ্যাচার করতে পারে কিন্তু একজন বিচারপতি কি করে এমন জঘন্য মিথ্যাচার করতে পারেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়, তাহলে জাতি কার কাছে আশা করতে পারে? একজন বিচারপতি এমন মিথ্যাচার করলে বিবেক, মনুষ্যত্ব আর মানবতা বলতে কিছু থাকে কি? আমার বিশ্বাস তাঁর এমন মিথ্যাচারের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত।

সদেরা সুজন. ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী

মন্দির/ ২২.৫.২০০৪